

## শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাঙ্গানন্দ

শাংকরভাষ্য :

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাহ্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ (৬।১১)

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং

মুমুক্শুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ॥ (৬।১৮)

ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি।

‘সেয়ং দেবতৈক্ষত’ (৬।৩।২) ‘একমেবাদিতীয়ম্’

(৬।২।১) ইতি ছান্দোগ্যে।

ননু কথম একো দেবঃ জীবপরয়োর্ভেদাৎ ॥

ন; ‘তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাণাশিৎ’ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ

২।৬) ‘স এষ ইহ প্রবিস্তি আনখাগ্রেভ্যঃ’ (বৃহদারণ্যক

উপনিষদ ১।৫।৭) ইত্যাদি শ্রুতিভোগ্যবিকৃতস্য পরস্য

বুদ্ধিতদবৃত্তিসাক্ষিত্বেন প্রবেশশ্রবণাদভেদঃ। প্রবিস্তানাম্

ইতরেতরভেদাৎ পরাত্মৈকত্বং কথমিতি চেৎ, ন; একো

দেবঃ বহুধা সল্লিবিষ্টঃ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩।১৫)।

একঃ সন বহুধা বিচারঃ’ (তদেব, ৩।১১) ‘ত্বমেকোহসি

বহুনুপ্রবিস্তঃ’ (তদেব, ৩।১৫) ইত্যেকস্যেব বহুধা

প্রবেশশ্রবণাং প্রবিস্তানাং চ ন ভেদঃ।

‘হিরণ্যগর্ভঃ’ (ঋগবেদ, ১০।১২১।১) ইত্যষ্টৌ

মন্ত্রাঃ। ‘কস্মৈ দেবায়’ ইত্যত্র

একারলোপেনৈকদৈবতপ্রতিপাদকশ্বেত্তিরীয়কে।

অগ্নির্যথেকো ভুবনং প্রবিস্তৌ

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাহ্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-

নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষেঃ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাহ্মা

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥

একো বশী সর্বভূতান্তরাহ্মা

একং রূপং বহুধাঃ যঃ করোতি।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥

ইতি কাঠকে (২।২।৯—১৩)

‘ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ

(১।৪।১১) ‘নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টা’ (৩।৭।২৩)

ইত্যাদিবৃহদারণ্যকে।

‘অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ’ (৪) ‘তত্র কো মোহঃ

কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ’ (৭) ইতি ঈশাবাস্যে।

‘আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যতিকঞ্চন

মিষৎ।’ (ঐতরেয় উপনিষদ, ১।১) ‘সর্বেষাং

ভূতানামন্তরঃ পুরুষঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।’ (ঐতরেয়

আরণ্যক, ৩।৪।১০) ‘একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি।’  
(ঋগ্বেদ সংহিতা, ১।২২।১৬৪।৪৬) ‘একং সন্তং  
বহুধা কল্পয়ন্তি।’ ‘দ্যাবাতুমী জনয়ন্দেব একঃ।’ ‘একো  
দাধার ভুবনানি বিশ্বা’ ‘এক এবাগ্নিবহুধা সমিদ্ধঃ’ ইতি  
ঋগ্বেদে। ‘সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্’  
ইতি ছান্দোগ্যে (৬।২।১)।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্তিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(৬।৩২)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পশুিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

(৫।১৮)

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানাংস্ত এব চ॥ (১০।২০)

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্তমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

(১৩।৩০)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

(১৩।৩৩)

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(১৮।৬৬) ইতি গীতোপনিষৎসু।

হরিরেকঃ সদা ধ্যোয়ো ভবন্তিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।

ওমিত্যেবং সদা বিপ্রাঃ পঠত ধ্যাত কেশবম্॥

(৩।৮৯।৯)

আশ্চর্য খলু দেবানামেকস্ত্বং পুরুষোত্তম।

ধন্যশ্চাসি মহাবাহো লোকে নান্যোহস্তি কশ্চন॥

ইতি হরিবংশে।

ভবতি মনোর্মাহাত্ম্যখ্যাপিনী শ্রুতিঃ ‘যদৈ কিঞ্চ  
মনুরবদন্তেষজম্’ (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২। ১০।২)  
ইতি। মনুনা চোক্তম্—

সর্বভূতস্তমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

সম্পশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্মারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ ১২। ৯১

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাশ্রিকাম্।

স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৬৬)

ভাবানুবাদ : স্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টিতে আছেন, সেই  
ব্যাক্যায় ভাষ্যকার অনুসরণ করেছেন ঋগ্বেদ ও  
উপনিষদ। অদ্বৈত বোদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি  
দেখছেন যে এই দেব (কিম্ একম্ দেবম্...) শুধু এক  
নন। তিনিই একমাত্র, অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কিছুই  
নেই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ উদ্ধৃত করে ভাষ্যকার  
বলছেন, তিনিই সেই একমাত্র দেবতা যিনি সকল  
প্রাণীর হৃদয়ে অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। তিনি নিঃশব্দ,  
সর্বব্যাপী। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, জীবের হৃদয়ে  
সাক্ষিরূপে (বিবেক) আছেন, তিনিই কর্মাধ্যক্ষ—  
জন্মান্তরান্তরের কর্মফলদাতা।

তাই উপনিষদের ঋষি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন,  
যিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে চতুর্বেদ প্রদান  
করেছেন। মুমুক্শু আমি আত্মজ্ঞান প্রকাশক সেই  
দেবতার শরণ নিচ্ছি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও  
‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ বলা হয়েছে স্রষ্টাকে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না।  
জীবাত্মা-পরমাত্মাতে কোনও ভেদ নেই—এটা কীভাবে  
মেনে নেওয়া যায়?

ভাষ্যকার শ্রুতির উদ্ধৃতি এনে বলছেন, (তৈত্তিরীয়  
উপনিষদ ২।৬, ৩।১৪, ৩।১১, বৃহদারণ্যক উপনিষদ  
১।৪।৭), পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করে তাতেই  
অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন, প্রাণীর শরীরের নখ থেকে মাথা  
পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর সত্তা বর্তমান। প্রাণীর বুদ্ধির  
সাক্ষিরূপে তিনি বর্তমান, তাই তাঁকে বাদ দিয়ে জীবের  
আলাদা কোনও সত্তাই নেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে  
‘কস্মৈ দেবায়’ মন্ত্রটির অর্থ ‘একস্মৈ দেবায়’ রূপে  
তৈত্তিরীয় উপনিষদ গ্রহণ করেছে।

ব্যবহারিক জীবনেও তীক্ষ্ণভাবে বিচার করলে দেখা  
যায়, নিরাকার বস্তুর কোনও ভেদ নেই। আধার  
অনুযায়ী সে রূপ পরিগ্রহ করে। কঠোপনিষদে এই  
উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে—

(ভাষ্যে উল্লিখিত মন্ত্রের অনুবাদ :) যেমন একই  
আগুন পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তুর আকার  
অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরকম  
অদ্বিতীয় সর্বান্তর্যামীও জীবদেহগুলিতে প্রবিষ্ট হয়ে

